

১। চর্যাপদ আবিস্কৃত হয় কোথা থেকে?

- ক) বাকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে
খ) অরাকান রাজপ্রস্থাগার থেকে
গ) নেপালের রাজপ্রস্থাগালা থেকে
ঘ) সুন্দর চীন দেশ থেকে

ব্যাখ্যা: ১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে রাজেন্দ্র দাস মিত্র নেপালে বৌদ্ধতাত্ত্বিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। এই সূত্র ধরে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে নিজেই ব্যাপ্ত রাহেন। ১৯০৭ সালে তিনি তৃতীয় বারের মত নেপাল যান। সেখানে রাজেন্দ্রবারের গ্রন্থাগারে তিনি ইংরেজি পান এক অনু্য পাতুলিপি। শাস্ত্রী মহাশয় একই সঙ্গে নিয়ে আসেন আরো তিনটি পুঁথি : সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্নব। চারটি পুঁথি একত্রিত অবস্থায় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে। এর অন্তর্গত চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবিতা সংকলন।

২। মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কি?

- ক) বিজয়গুপ্ত
খ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
ঘ) কানা হরি দত্ত

ব্যাখ্যা : মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি। ভারতচন্দ্রের মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে। তিনি নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজকে কবিতা রচনা করে শোনানোই তাঁর প্রধান কাজ। অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায় গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন।

৩। বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?

- ক) নবদ্বীপের
খ) মিথিলার
গ) বৃন্দাবনের
ঘ) বর্ধমানের

ব্যাখ্যা: বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভা কবি। তাঁর উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। তখনকার দিনে মিথিলা ছিল শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র। বাংলার ছেলেরা জ্ঞানার্জনের জন্য মিথিলা যেত, আর বুক ভরে নিয়ে আসত বিদ্যাপতির কবিতা। এভাবে বিদ্যাপতি হয়েছেন বাংলার কবি।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ায়ি কি ধরনের চরিত্র?

- ক) শ্রী রাধার ননদিনী
খ) রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
গ) শ্রী রাধার শাশুড়ি
ঘ) জনৈক গোপবালা

ব্যাখ্যা: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনীতে বড়ায়ি হল এক অর্ধবয়সী মহিলা। কাব্যের গতিশীলতায় তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি রাধা ও কৃষ্ণের মাঝে সংযোগ রক্ষা করতেন, পরস্পরের বাহক হিসেবে কাজ করতেন। দুপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরিতে তিনি প্রচুর মিথ্যার অবতারণা করেছেন। একবার কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার কথা বলেছেন, আবার রাধার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের কথা বলেছেন। কাব্যের কাহিনীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সংগঠনে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫। লোকসাহিত্য কাকে বলে?

- ক) গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে
খ) লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
গ) লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, ছড়া, গান ইত্যাদিকে
ঘ) গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে

ব্যাখ্যা: যে সকল সাহিত্য গুণসম্পন্ন সৃষ্টি প্রধানত মৌখিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হয় তাকে লোকসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবহমান কাল হতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গান, ছড়া, প্রবাদ ও গাঁথাকাহিনীই লোকসাহিত্য। জনশ্রুতিমূলক বিষয়াবলি, গান, কথা, গীতিকা, ধাঁধা, গাঁথা কাহিনী, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি লোকসাহিত্যের উপাদান ও নিদর্শন। মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ইতিহাস ও সমাজচিত্র, অতীত সমাজের চিন্তাভাবনা, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণা লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

৬। বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা হয়?

- ক) নবম শতকে
খ) ত্রয়োদশ শতকে
গ) ষোড়শ শতকে
ঘ) উনিশ শতকে

ব্যাখ্যা: আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রচলন ঘটে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মূলত দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, আইনশাস্ত্রে গদ্য সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা রামমোহন রায় ধর্মসংস্কার ও সমাজ চেতনার বশবর্তী হয়ে বাংলা গদ্য লিখেছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতির ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায়। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিল্পসম্মত বাংলা গদ্যের জনক। ১৮৪৭ সালে তাঁর কাহিনীধর্মী গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে প্রথম বিরামচিহ্নের সফল ব্যবহার করা হয়। যতিচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক এ গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা গদ্য সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

৭। বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি?

- ক) দিগদর্শন
খ) সংবাদ প্রভাকর
গ) তত্ত্ববোধিনী
ঘ) বঙ্গদর্শন

ব্যাখ্যা: দিগদর্শন বঙ্গভূমিতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিখ্যাত খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক পত্রিকাটি সম্পাদিত হয়। এটি ছিল মাসিক পত্রিকা। দিগদর্শনের প্রথম সংখ্যাটি ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশ হয়। বঙ্গদর্শন ১৮৭২ সালে, সংবাদ প্রভাকর ১৮৩১ সালে এবং তত্ত্ববোধিনী ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৮। ইয়ংবেঙ্গল কি?

- ক) বাংলাভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ
খ) ইংরেজি ভাবধারাপূর্ণ বাঙালি যুবক
গ) একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নাম
ঘ) একটি সাময়িক পত্রের নাম